দৈনিক ইনকিলাব 150

তারিখ ...9 MAY 1987
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সমস্যা

প্রয়োজনীয় সংখ্যক তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর অভাবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ প্রশাসনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীর দিক থেকে দেশের সর্ববৃহৎ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে দিবা ও নৈশ শাখার মোট ৪০টি বিভাগে ২২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ের উপর অধ্যয়ন করছে। ২২ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রশাসনিক কাজে সহায়তায় অধ্যক্ষের দপ্তরে মাত্র ৩১ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ও ১১০ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন।

স্বাধীনতার পূর্বে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর ১ চতুর্থাংশ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নকালে ঐসব কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল। বর্তমানে বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের দপ্তরে কোন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী বা টাইপিস্ট না থাকায় বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে তাদের ও সিনিয়র অধ্যাপকদের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর কাজ করতে হচ্ছে। প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে ২ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ও ৩ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োজিত থাকার নিয়ম থাকলেও মাত্র ১ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে।

বিভাগে পর্যাপ্তসংখ্যক কর্মচারী না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা কঠোর ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। তাদের একদিনের কাজের জন্য অনেক সময় মাসাধিককাল অপেক্ষা করতে হয়।

বিজ্ঞান বিভাগে যেখানে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ন্যূনতম ৬ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর প্রয়োজন হলেও মাঝে মধ্যে ১ জনও খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে বিজ্ঞান বিভাগে মারাত্মক অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। জরুরী প্রয়োজনে অনেক সময় অধ্যক্ষের প্রধান সহকারী (রেজিষ্ট্রার)সহ অন্যান্য কর্মচারীদের মাঝে-মধ্যে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে কাজ করতে হয়।

উল্লেখ্য, কলেজের কোন নাইট গার্ড আজ পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়নি। ফলে রাতে কর্তব্যরত কর্মচারীদের আতংকের মধ্যে কাজ করতে হয়। কোন 'আমর্ড ক্যাশ পিওন' না থাকায় একজন সাধারণ পিওনকে দিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে ক্যাশ পিওনের কাজ করানো হয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাকে প্রায়ই সরকারী লাখ লাখ টাকা সাথে নিয়ে ঢাকা ট্রেজারী ও ব্যাংকসমূহে যাতায়াত করতে হয়। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর স্বল্পতার কথা উল্লেখ করে উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই নেননি।

কলেজে কর্তব্যরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যে অধিকাংশই অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করছে। এদের অনেকের ১০ থেকে ২০ বছর কাজ করার পরও চাকরি স্থায়ী হয়নি। বর্তমানে সুষ্ঠুভাবে কলেজ চালাতে কমপক্ষে আরো ১৫০ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ও ৪৫০ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর প্রয়োজন।

—রেজাউল ওয়াদুদ